কুসুম-মালিকা।

কামিনী বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ।

KUSUMA MA´LIKA

A POEM

Written by a Hindu Lady

EDITED BY

Jogendra Na´tha Bandyopa´dhya´ya B. A.

কলিকাতা।

৬৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট নূতন ভারত যন্ত্রে

মুদ্রিত।

মূল্য।০ চারি আনা।

উৎসর্গ পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ.

মহোদয় ভ্রাতৃবরেষু।

ধর ধর ভ্রাতঃ মম ক্ষুদ্র উপহার।
যাহাতে তোমার গুণ করিছে বিস্তার॥
কবিতা লিখিতে মম দেখিয়া যতন।
কতমতে করিলেক উৎসাহ বর্দ্ধন॥
বুঝায়েছ কতমতে কি বলিব আর।
তব গুণধার মম শোধা হবে তার॥
করেছ কতই যত্ন আহা! মরি! মরি!
যেন কিছু উপকার হইবে তোমারি॥
কতমতে কত স্থানে করিয়া শোধন।
জনস্থানে প্রকাশিছ করিয়া যতন॥
অনেক যত্নেতে ইহা করেছ মুদ্রণ।
সুধীজন-মন কি এ করিবে হরণ?
তুমি না থাকিলে তবে কি হ'ত জানিনে।
কবিতা বিকাশ মোর হইত কেমনে?

কি আছে কি দিয়া আজ তুষিব তোমায় ?
কিবা হবে তব যোগ্য বলহে আমায় ॥
তোমার গুণের ধার শোধিতে নারিব।
চিরদিন কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধা রব ॥
ধর ভাই! প্রীতি সহ কুসুমের হার।
শক্তি নাই বর্ণিবারে কি বলিব আর ?
হায় রে! অবলা আমি জ্ঞানহীনা নারী।
তব যোগ্য উপহার দিতে, ভ্রাতঃ! নারি ॥
তব মনোরথ কিন্তু করিতে পূরণ।
করিয়াছি সাধ্যমতে বিপুল যতন ॥
তথাপি আমার কাব্য নিতান্ত অধম।
গুণিগণ নিকটেতে নহে মনোরম ॥
সভ্যগণ নিকটেতে হ'য়ে অপমান।
কুসুমিকা তব কাছে করিবে ক্রন্দন ॥
তুমি গো তাহারে ভাই! করিয়া যতন।
রাখি দিও নিজ কাছে করিয়া সান্ত্বন ॥

স্নেহ কাঙ্ক্ষিণী
শ্রীমতী ——

মুখবন্ধ।

আমাদের দেশের কতকগুলি লোকের এরূপ বিশ্বাস, যে স্ত্রীলোকে ভাল রচনা করিতে পারেন না। অধিক কি কোন বিখ্যাত সম্পাদক স্ত্রীলোকের রচনাকে নিজ পত্রিকায় স্থান দিতেও সঙ্কুচিত হন। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস যে স্ত্রীলোক-রচিত বলিয়া যত পুস্তক বা পত্রিকা বহির্গত হয়, সে সকল পুরুষের রচিত। কেবল গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করার নিমিত্তই কামিনী-রচিত বলিয়া প্রকাশিত হয়। দুই এক স্থলে এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া যে সর্ব্বত্র ইহা ঘটিবে, এরূপ মনে করা নিতান্ত অনু-দার-চিত্তের কার্য্য। ফলতঃ ইউরোপীয় রমণীগণের মধ্যে অনেকেই যখন গ্রন্থকর্ত্রী হইতে পারিয়াছেন, তখন যে অন্যদেশীয় রমণীরা তাহা হইতে পারিবেন না ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। স্ত্রীজাতি বুদ্ধিবৃত্তিতে স্বভাবতঃ পুরুষজাতি অপেক্ষা যে ন্যূন নহেন সুবিখ্যাত জন্ ইস্টুয়ার্ট মিল্ তাঁহার "নারীজাতির অধীনতা" বিষয়ক প্রস্তাবে ইহা বিবিধ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

স্ত্রীজাতি যে বহুদিন হইতে পুরুষজাতির অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ আছেন, শারীরিক দৌর্ব্বল্যই তাহার প্রধান কারণ। স্বার্থপর পুরুষজাতি সেই শারীরিক দৌর্ব্বল্যের সুবিধা লইয়া স্ত্রীজাতিকে চির-দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। স্ত্রীজাতির যে সকল বৃত্তি পরিচালিত হইলে পুরুষগণের ঐন্দ্রিক সুখসীমা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তাঁহাদিগকে সেই সকল বৃত্তিরই পরিচালনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রণয়িণী মনোহারিণী হইলে প্রণয়ীর মন প্রফুল্ল থাকে এই জন্য রমণীদিগকে বেশভূষা-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে দেওয়া হইয়াছে। চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি চিত্ত-হারিণী বিদ্যা সকলে স্ত্রীজাতির স্বাধীন বিস্তার প্রদত্ত হইয়া থাকে। সন্তান প্রতিপালন ও অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করণাদি সাংসারিক কার্য্য সকলেও তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে উচ্চ মনোবৃত্তি সকল পরিমার্জ্জিত হইতে পারে এরূপ স্বাধীনতা তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। এই নিমিত্ত বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীজাতির মনোবৃত্তি সকল পুরুষানুক্রমে পরিচালনাভাবে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যেমন কঠোর মনোবৃত্তি সকল পরিচালনাভাবে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে, সেই রূপ কোমল মনোবৃত্তি

সকল ও অতিশয় পরিচালনায় নিরতিশয় তেজস্বিনী হইয়া উঠিয়াছে। অন্তঃকরণের কোমলতা কবিতা রচনার একটী প্রধান উপকরণ। সেই কোমলত্ব-বিষয়ে স্ত্রীজাতি বর্ত্তমান অবস্থায় পুরুষজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কোমলান্তঃকরণ না হইলে সুকবি হইতে পারে না। যাহাদের অন্তরে কমনীয়ভাব সকল সতত বিরাজমান রহিয়াছে, তাহাদের মানসসরোবরে ভাসমান চিন্তা সকল ভাষায় প্রকাশিত হইলেই কবিতাকার প্রাপ্ত হয়। তাহারা বিবিধ-ছন্দোবন্ধ-ঘটিত না হইলেও প্রকৃত কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করে। এই স্বাভাবিকী কবিত্বরচনা-শক্তি প্রায় স্ত্রীজাতি-সাধারণ। উত্তেজক কারণাভাবে সর্ব্বত্র বিকসিত হইতে পায় না। অথবা যে রমণীর কবিত্বশক্তি অতিশয় তেজস্বিনী তাহা আপনিই বিকসিত হইয়া অননুভূত-সৌরভ বন-প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় অজ্ঞাতভাবেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রকাশনাভাবে সুধীজন সেই রমণীয় কবিত্ব-সৌরভের আমোদভোগে সমর্থ হন না। আহা! কত কত রমণী-কালিদাস ও রমণী-সেক্‌স্‌পিয়ার যে ভূমিসাৎ হইয়াছেন, তাহা গণনা করিয়া উঠা যায় না। কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির উত্তররাম-চরিত, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী, সেক্‌স্‌পিয়ারের হ্যাম্‌লেট্

প্রভৃতি রমণীয় কাব্য সকল কামিনীর লেখনী-বিনির্গত হইলে কি অপূর্ব শোভাই ধারণ করিত! কি আশ্চর্য্য! যে স্ত্রীজাতি একপ্রকার সহজ-কবি, তাঁহারা কবিতা লিখিতে পারেন না এরূপ অসঙ্গত বাক্য জ্ঞানবান্ লোকে কিরূপে বলেন বুঝিতে পারি না। বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষা পান নাই বলিয়া যে তাঁহারা কবিতা রচনায় সমর্থা হইবেননা ইহা কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা বরং কল্পনা শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। যাহাদের মন বিজ্ঞানের জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে, তাহারা কল্পনালোকে বিমুগ্ধ হয় না। অজ্ঞানাবস্থা বিস্ময়জননী (Ignorance is the mother of wonder) এই প্রবাদটি পাঠকগণের অনেকেই বিদিত আছেন। ইন্দ্রধনুর প্রতি, জলবিম্বনিকরে সূর্য্যকিরণের প্রতিফলন ; চন্দ্র গ্রহণের প্রতি, চন্দ্রের পৃথিবীচ্ছায়ান্তঃপ্রবেশ ; জলধির দৈনিক ও পাক্ষিক হ্রাস বৃদ্ধির প্রতি, সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ কারণ ইত্যাদি বস্তুগত কার্য্য-কারণ-ভাব সম্বন্ধ যাহাদের মনে সতত জাগরূক থাকে তাহাদের মনে ইন্দ্রধনুর উদয়ে, চন্দ্রগ্রহণে জলধির উচ্ছাস ও হ্রাস প্রভৃতিতে বিস্ময়ভাবের উদয় হয় না। কবিবর ক্যাম্বেল রামধনুর বর্ণনোপলক্ষে বলিয়াছেন—

"TRIUMPHAL arch, that fill'st the sky,
When storms prepare to part,
I ask not proud philosophy
To teach me what thou art"—

আমি গর্ব্বিত বিজ্ঞানের নিকট তোমার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি না।

বিখ্যাত-নামা কোলেরীজ্ ও কোন স্থানে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে নিয়মিত শিক্ষা বরং স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির বিনাশ সম্পাদন করে। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে মহাকবি হোমর জীবনে কখন বিদ্যালয়ে গমন করেন নাই। তিনি এক জন ভ্রমণশীল বীণাবাদক ছিলেন; মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া সেই কবিতাগুলি বীণাসংযোগে দ্বারে দ্বারে গাইয়া বেড়াইতেন। বাল্মীকির ও রসনা হইতে যখন

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের এই আদি শ্লোক অকস্মাৎ বিনির্গত হয় তখন সংস্কৃতে কাব্য ও দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতির সৃষ্টিই হয় নাই। সুতরাং বাল্মীকির সুশিক্ষা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বস্তুতঃ বিজ্ঞানাদির শিক্ষা পাইলে বাল্মীকি রামায়ণের ন্যায় অতি সুললিত ও প্রাঞ্জল কাব্য

লিখিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। গভীরব্যুৎপন্ন কবির কাব্য যে অতি দুরূহার্থ হয় তাহা সংস্কৃত ভাষায় মহাকবি মাঘ ও ইংরাজী ভাষায় মহাকবি মিল্‌টন্‌ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কবি-চূড়ামণি সেক্‌স্‌পিয়র ও জীবনে কখন নিয়মিত শিক্ষা পান নাই। এরূপ প্রবাদ আছে যে মহাকবি কালিদাসও প্রথমে মূর্খাগ্রগণ্য ছিলেন। যাহা হউক্ প্রথমোক্ত মহান্ কবিত্ব-স্তম্ভতুষ্টচয় যখন তাদৃশ অশিক্ষিতাবস্থায় কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন তখন স্ত্রীজাতিও যে নিয়মিত শিক্ষা-বিরহেও উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে পারিবেন ইহা কখনই অসম্ভাবিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ বিজ্ঞানাদির আলোচনায় যুক্তিশক্তি যেমন তেজস্বিনী হয় কল্পনাশক্তি সেই রূপ নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। এই দুই মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য রাখা অতি কঠিন। গণিত ও বিজ্ঞানের জ্যোতির্ব্বিরহে স্ত্রীজাতির কল্পনাশক্তি অতিশয় বলবতী হইলেও এতদিন যে স্ত্রীজাতি কবিতা লিখিতে পারেন নাই তাহাতে স্ত্রীজাতির ভাষাজ্ঞানের অভাব ও স্বাধীনতা বিরহই প্রধান কারণ। ভাষাজ্ঞানাভাবে অনেক স্ত্রীলোক মনের ভাব সকল ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না। কোন কোন স্ত্রীলোক স্বাধীনতাবিরহে স্বরচিত কবিতাগুলির মুদ্রাঙ্কনে ও প্রকাশনে সাহসী হন না।

ভর্ত্তা বা ভ্রাতা উৎসাহী হইয়াও তদ্বিষয়ে প্রযত্নবান্ হন না। সুতরাং মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশনাভাবে সেই সকল কবিতা-কুসুমের সৌরভ সুধীজন-মনোহরণ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান সময়ে যে পরিমাণে সেই ভাষাজ্ঞান ও সেই স্বাধীনতা প্রদত্ত হইতেছে সেই পরিমাণেই তাহার ফল দেখা যাইতেছে। পুরুষ জাতির ন্যায় স্ত্রীজাতি যদি স্বাধীনভাবে প্রকৃতির শোভা পর্য্যালোচনে অনুগত হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে সমর্থ হইতেন। গৃহাভ্যন্তরে সতত নিরুদ্ধ থাকাতে তাঁহাদের মন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নূতন নূতন বিষয়ের পর্য্যালোচনা অভাবে তাঁহাদের মনে নব নব ভাবের উদয় হয় না। অনেক স্থলেই একভাব পুনরুক্তিদোষে দূষিত হইয়া পড়ে। এতাদৃশী প্রতিবন্ধকপরম্পরা সত্ত্বেও যে স্ত্রীলোকে এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন ইহা তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে।

"কুসুম-মালিকার" জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনের পূর্ব্বে তাহার জননীর কিছু পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইতেছে না। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভবা অষ্টাদশ-বর্ষীয়া বালা। ইঁহার পিতা একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। গ্রন্থকর্ত্রীকে অল্প

বয়সেই নিদারুণ পিতৃ-বিয়োগ যাতনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি পিতৃ-বিয়োগের কিছুদিন পরেই অতি কিশোরবয়সেই অপাত্রে ন্যস্ত হন্। পতি অতি ভীষণ-চরিত ছিলেন ; এই জন্য তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি এক দিনও সুখী হন নাই। প্রত্যুত বৈধব্যদশা তাঁহার সেই অসহ্য যাতনার অবসানস্বরূপ হইয়াছিল বলিতে হইবে। তেজস্বিনী উন্নতমনা বালা বারাঙ্গনা-ভুজঙ্গের হস্তে পতিত হইলে যাদৃশ কষ্ট প্রাপ্ত হন, গ্রন্থকর্ত্রী তাদৃশ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। তিনি জীবনের চতুর্দ্দশ বৎসরে কঠোর বৈধব্য দশায় পতিত হইয়া অবধি সাংসারিক কার্য্যে ও অবসর-সময়ে গ্রন্থ পাঠে কথঞ্চিৎ জীবনাতিপাত করিতেছেন। বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ে ইহার একান্ত অনুরাগ। বিশেষ যত্নপুরঃসর আমার নিকট অনেক অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। ইহাঁর বিদ্যানুশীলনে যেরূপ অনুরাগ, আমার অবসর থাকিলে বোধ হয় ইনি এত দিন আরও অনেক শিক্ষা করিতে পারিতেন। বুদ্ধি অতি প্রখরা। যত্ন অতি প্রগাঢ়। কেবল শিক্ষকের অভাবে সেই যত্ন, সেই বুদ্ধি বিফল হইতেছে। বিশেষতঃ বঙ্গ গৃহস্থ ভদ্রলোকের সাধারণতঃ যেরূপ অবস্থা তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অনেক সময় গৃহকর্ম্মেই পর্য্যবসিত হয়। অবশিষ্ট সময়ে শ্রান্তিদূর-করণ স্পৃহা বলবতী থাকে।

এই জন্য গভীর চিন্তা, কিম্বা দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী শাস্ত্র-পর্য্যালোচনা, গৃহস্থ স্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রায় ঘটিয়া উঠে না। গ্রন্থকর্ত্রী অবসরমতে সামান্য কাগজে নানা বিষয়ে পদ্য রচনা করিতেন। কোন বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিয়াই অনেক সময় সাংসারিক কার্য্যে নিয়োজিত হইতে হইত; এই জন্য অনেকগুলি পদ্যই তাঁহাকে সহসা সমাপ্ত করিতে হইয়াছে। সেই জন্যই তাহাদের সমাপ্তি আকাঙ্ক্ষা-শূন্য হয় নাই। সেই সকল পদ্যমালা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন এরূপ অভিপ্রায় তাঁহার কখন ছিল না, এখনও নাই। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস যে ইহারা প্রকাশ-যোগ্য নয়। এই জন্য আমি যৎকালে সেই সকল পদ্যমালার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই তখন তিনি নানাপ্রকারে আমার চেষ্টার বিফলতা সাধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অধিক কি অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর পদ্যমালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। একরূপ তাঁহার অসম্মতিতে আমি অবশিষ্ট কবিতাগুলি "কুসুম-মালিকা" এই নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম। আমারই বিশেষ প্রযত্নে ইহা সাধু-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী স্থির করিয়া আছেন যে তাঁহার কুসুমমালিকা সুধী-সন্নিধানে প্রত্যাখ্যাত হইবে। আমার বিশ্বাস

ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি জানি সুধীগণ এতদূর পাষাণ-হৃদয় নহেন্ যে অপরিণত-বয়স্কা বালিকার এই উপহার, উন্মত্তের ন্যায় দূরে প্রক্ষেপ করিবেন। তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের যেরূপ বর্ত্তমান জ্ঞান-দুরবস্থা তাহাতে এরূপ কবিতা-রচনা করা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

কুসুম-মালিকা গ্রন্থকর্ত্রীর প্রথম উদ্যম। সুধীজন গ্রন্থকর্ত্রীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে, আশা করি, তিনি এই রূপ পদ্য রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের চিত্তবিনোদনে সমর্থা হইবেন।

কলিকাতা।
২৫ আগষ্ট। ১৮৭১ খৃঃ } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুসুম মালিকা।

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

রঘুবংশ।

গ্রন্থাবতারিকা।

করিতে পদ্য রচনা, হতেছে মনে বাসনা,
কিন্তু কেমনে রসনা করিবে বর্ণন ?
ইচ্ছা হয় সযতনে, গাঁথি কাব্য, সাধুজনে
ভক্তি সহ করিতে প্রদান।
কেমনে রচিব হায়! সহজে অবলা তায়,
নাহি কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞানের প্রভাব।

নাহি মম বোধোদয়, কিসে হবে বোধোদয় ?
যেগুণে লিখিব কাব্য, তাহার অভাব ॥
নাহি জানি অলঙ্কার, কি দিয়া গাঁথিব হার,
যাহে সুধীজন-মন করিব হরণ ?
ন্যায়ে নাহি অধিকার, কেমনে করি বিচার,
যাহে ভাল মন্দ পারি করিতে বর্ণন ?
বিপিনে কুরঙ্গীচয়, বৃথা মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
জলভ্রমে মরু যথা করয়ে ভ্রমণ ।
সেই মত মম আশ, না হইবে পরকাশ,
ভাবি তাই ; ভেবে তাই কাঁদি অনুক্ষণ ॥
দয়াময় ! কৃপাগুণে, করুণা প্রকাশ দীনে,
সুপ্রভাত কর আজি যাম ॥
কোথা দেবি বীণাপাণি ! ও চরণ হৃদে আনি,
নানামতে করিগো ! বন্দন ।
কোথা গো শরদাননে ! বাক্যদান কর দীনে,
তব পদে এই নিবেদন ॥
বিতর করুণা-কণা, যেন না হই বঞ্চনা,
সুধাদানে ক্ষুধা মম হর ।

করিব গ্রন্থ রচনা,　ক'রো নাকো প্রবঞ্চনা,
ধর মম ক্ষুদ্র উপহার ॥

—০০—

পুত্রবিয়োগিনী মাতার উক্তি।

জীবনবৃন্তের ফল লুকালো কোথায় ?
কারে বা বলিব হায় ! দুঃখের সময় ?
কে আছে সুহৃৎ মম না পাই ভাবিয়া।
প্রাণের নন্দনে এবে দিবেক আনিয়া ॥
কত যতনেতে আমি পুত্রে নিয়ে কোলে।
শীতল হতেম্ তার মুখ নিরখিয়ে ॥
হা ! পুত্র প্রাণের সম রহিলে কোথায় ?
না দেখে তোমারে বাপ্　প্রাণ নাহি রয়।
বৎসরে ! হৃদয় ছাড়া হইয়াছ শুনে।
কেমনে থাকিবে প্রাণ একাল ভবনে ॥
গৃহের ভিতরে বাপ্ ! যে দিকেতে চাই।
তব অপরূপ রূপ দেখিবারে পাই ॥

শয়নে স্বপনে কিম্বা অশনে গমনে।
তোমার মধুর কথা শুনি যে শ্রবণে ॥
বিশ্রাম অথবা বায়ু সেবন কারণ,
কভু যদি যাই আমি বাহির ভবন,
অমনি হৃদয় মম উঠে রে! কাঁদিয়া।
কেমনে থাকিব বল ধৈরজ ধরিয়া ॥
যে পথেতে তুমি বাপ্! করিতে গমন।
মম প্রাণ সেই পথে ধায় অনুক্ষণ ॥
মনে ভাবি সেই স্থানে আছয়ে কুমার।
গেলে বুঝি দেখা পাব যাই একবার ॥
না বুঝে অবোধ মন পুত্রের কারণে।
গিয়া দেখি কল্পনার আবাস ভবনে ॥
কোথা বা নন্দন মম হৃদয়-রতন।
শূন্য শয্যা প'ড়ে আছে এ আর কেমন?
এসরে প্রাণের পুত্র নয়ন-রঞ্জন!
মা বলিয়া ডাক বাপ্! জুড়াক জীবন ॥
হৃদয়ের ধন তুই ওরে যাদুমণি!
কেমনে তোমার মুখ পাসরিব আমি?

হৃদয় যে গাঁথা আছে স্নেহের বন্ধনে।
দৃঢ়-মায়া-পাশ আমি ছিঁড়িব কেমনে ?
উঠে বাছা কর ওরে চক্ষু উন্মীলন।
অভাগিনী মাতা দেখ ! হয়েছে কেমন ॥
এই রূপ কত রূপ বিলাপিয়া ঘনে।
অচেতনা ভূমে প'ড়ে কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে ॥
ক্ষণেক পরেতে পুনঃ পাইয়া চেতন।
চুম্বিল পুত্রের সেই, বিমল বদন ॥
তনয়ের মুখ আগে করিয়া চুম্বন,
হ'ত যে কতই সুখ না যায় গণন।
সেই মুখ সেই দেহ এখনও রয়েছে।
কি বলি পরাণ-পাখী উড়িয়া গিয়াছে ॥
আগে কার মত বাছা ! তেমন তেমন।
করো না যে মা বলিয়া মোরে সম্বোধন ॥
তোমার কমল-সম শোভন আনন।
আর না বিতরে সুখ অন্তরে তেমন ॥
ওরে পুত্র ! প্রাণাধিক প্রাণের নন্দন।
কি জন্য আছরে তুমি ঘুমে অচেতন ?

মা বলিয়া ডাক ওরে প্রাণের তনয়।
শুনিয়া জুড়াক এই তাপিত হৃদয়॥
ওরে বাপ্! তোর নাকি সোণার বরণ,
করিবে অগ্নিতে দাহ এ আর কেমন?
এস বাছা তোরে আমি হৃদয়েতে তুলি।
না দিব ছাড়িয়া ওরে! নয়ন-পুতলি!
যে অঙ্গে সহেনি কভু সূর্য্যের কিরণ,
কি রূপে অগ্নিতে তাহা করিবে দাহন?
যে অঙ্গে সহেনি কভু আঁচোড়ের দাগ,
কেমনে শ্মশানে তারে করিবেক ত্যাগ?
আহার সময় তব হইলে বিগত।
অস্থির হইয়া তুমি কাঁদিতে যে কত॥
এবে সেই দিন বাপ্! আর কিরে হবে।
মা বলে ডাকিয়া তুমি পরাণ-জুড়াবে॥

প্রকৃতির শোভা।

দেখিতে ভবের শোভা একা এক দিন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এনু নদীর পুলিন॥
কি আশ্চর্য্য শোভা তার কি বলিব হায়!
এক মুখে তার শোভা বলিবার নয়॥
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে, পাখী করে গান।
পূর্ণচন্দ্র সুধাকর অস্তাচলে যান॥
উপরে সুমন্দ বায়ু ধীরে ধীরে বয়।
আমি কি বর্ণিব, তাহা বর্ণিবার নয়॥
কি পুণ্য করেছে, আহা! ভাবুক যে জন।
বাস্তবিক ভাবনায় আছে প্রয়োজন॥
পরিয়া প্রকৃতি সতী নানা অলঙ্কার।
কিবা অপরূপ শোভা করিছে বিস্তার॥
বিশ্বজন-মনোলোভা গলে মুক্তাহার!
পড়েছে শিষির-বিন্দু ঘাসের উপর॥
দেখিয়া মেঘের শোভা অসীম গগণে।
চাতক উড়িছে সদা আনন্দিত মনে॥

শুন হে! বিহঙ্গবর, ভ্রমিছ গগণ।
বারেক অবলা-দুঃখ কর বিলোকন॥
তাহাদের দুঃখ-রাশি, দেখিলে নয়নে।
আর না বেড়াবে তুমি, এরূপ গগণে॥
তোমার মতন সুখী নাই এ ভুবনে।
কেমন আনন্দে তুমি ভ্রমিছ ভুবনে॥
দেখিলে তোমার এই স্বাধীন বিস্তার।
ইচ্ছা হয় তব সনে থাকি নিরন্তর॥
গগণ-বিহারী তুমি ওহে পক্ষীবর!
তব সুখ বর্ণিবারে পারা অতি ভার।
তুলনা-রহিত তব সার্থক জীবন!
পক্ষ বিস্তারিয়া কোথা করিবে গমন?
বল হে! আমায় তুমি, বল সবিশেষ;
এরূপ ভ্রমণে তুমি যাবে কোন দেশ?
শুন শুন ওহে! পক্ষী আমার বচন।
না হয় উচিত তব বেড়ান এখন॥
অবলা কামিনীগণ পিঞ্জরস্থ রয়।
এ ভাব দেখিলে তারা কি বলিবে হায়!

গগণ-বিহারী তুমি বল হে ! পবনে।
অবলা বালার দুঃখ দেখিতে নয়নে ॥
কত কাল বন্দিভাবে থাকিবেক আর ?
তাহাদের দুরবস্থা করহে উদ্ধার ॥
একা স্বাধীনতা-সুখ, করিলে ভুঞ্জন।
স্বার্থপর বলিবেক তোমার জীবন ॥

নির্বেদ।

মম সম দুঃখী কেবা আছে ধরাধামে ?
দেখিয়াছে কে তাহাকে আপন নয়নে ?
বাল্যাবধি নিরবধি বিধি মোরে বাদি।
আমার সমান কেবা আছয়ে অভাগী ?
জনম দুঃখিনী সীতা ছিল চিরদিন।
সন্তানের তরে প্রাণে করিল যতন ॥
হায় ! অভাগিনী মোর এমনি কপাল।
লয়ে ছিনু যে আশ্রয় হইল বিফল ॥

প্রাণের বন্ধুর মুখ মলিন হেরিয়ে।
সুখ নাহি পাই আমি, অভাগা হৃদয়ে ॥
এমনি কপাল মম! এমনি কপাল!
সকলেই অসন্তোষ হয় মমোপর ॥
ইচ্ছা হয় হেন দেশ করিব গমন,
যথায় কাহার দেখা না হয় কখন,
যাই আমি সেই দেশ ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
ঈশ্বরের গুণগান করিতে করিতে ॥
স্বাধীনতা বিস্তারিয়ে করিব গমন।
পরহিত-সাধনেতে হব প্রাণপণ ॥
অসার সংসারে আমি না রহিব আর।
দুঃখের আগার ইহা জানিলাম সার ॥
এলো থেলো বেশে আমি বেড়াব তথায়।
না রব, না রব, আমি নিশ্চয় এথায় ॥

সংসার-সাগর।

সংসার-তরঙ্গ-মাঝে যেতে পারা ভার।
কাণ্ডারী বিহনে ভবে কে করিবে পার?
অগতির গতি কোথা আছ হে! এখন?
সদয় হইয়া দুঃখ কর নিবারণ॥
নতুবা তরঙ্গে নাথ! ত্রাণ নাহি আর।
কি রূপে যাইব দুঃখ-জলধির পার?
অসহায় দেখে দয়া কর দয়াময়!
ক্রমে ক্রমে দিন যায় না দেখি উপায়।
দয়াময়! তব নাম করিতে স্মরণ।
ধাইতেছে মত্তমন, নামানে বারণ॥
সে সুধা করিতে পান না দেয় যখন।
ইচ্ছা হয় সিন্ধুনীরে করিগে শয়ন॥
কিন্তু আত্মহত্যা-পাপ ভয় হয় মনে।
জীবনে জীবন আমি ত্যজিব কেমনে?

ভগিনীর প্রতি উক্তি।

কোথায় আছ গো! এস প্রাণের মালিনী।
তোমার বিরহে হই মণি-হারা ফণি ॥
যূথভ্রষ্টা হ'লে যথা চাহে কুরঙ্গিণী।
তেমনি সতৃষ্ণ-মনে চাহিতেছি আমি ॥
এস এস প্রাণ-সমে! আমার সদন।
বেলা হ'ল পাঠে মন কর নিয়োজন ॥
মন্দ মন্দ বহে যত মলয় পবন।
ততই মনেতে উঠে হতাশ পবন ॥
প্রবল-বেগেতে বহে শোক-অশ্রুজল।
সান্ত্বনা কর গো বোন্! দিয়া আলিঙ্গন ॥
ভগিনি! তোমার সেই অতুল আনন।
ক্ষণেক না দেখি প্রাণ করে যে কেমন ॥
কোথা আছ, দেখা দেও সুবর্ণ-প্রতিমে!
হৃদয় শীতল হোক্, হেরি সে আননে ॥

———

বসন্ত।

বসন্ত সামন্ত সহ আইল ধরায়।
ফল পত্রে বৃক্ষগণ হ'ল শোভাময়॥
আকাশের শোভা হেরি আপন নয়নে।
কেমন আনন্দ হয়, সমুদিত মনে॥
কোকিল অমিয়স্বরে, গায় মধুময়।
সকলেই নবভাবে, নিজকর্ম্মে ধায়॥
সুমন্দ মলয়-বায়ু বহে অনুক্ষণ।
বৃক্ষগণ সেই ভাব দেখিছে কেমন॥
কিবা শোভা উষাকাল দেখি সুপ্রকাশ।
ত্যজিয়া তিমিররূপ, ধরে শুভ্রবাস॥
বসন্তের শোভা হেরি প্রফুল্লিত-মন।
বর্ণিবারে সেই রূপ ধাইতেছে মন॥
ব্যজনী লইয়া করে মলয় পবন।
করিছে ব্যজন জীবে আশ্চর্য্য কেমন!
যে সকল তরু ছিল, শুস্ক, অবনত।
বসন্তের বায়ু পেয়ে হ'ল সমুন্নত॥

পক্ষিগণ হৃষ্টমন, গায় অবিরত।
ঈশ্বরের গুণ গান, হ’য়ে প্রফুল্লিত॥

পুরষ্কার উপলক্ষে লর্ড মেয়োর বেথুনবিদ্যালয়ে আগমনে তাঁহার প্রতি উক্তি।

অবলার হিত এবে করিতে সাধন।
এসেছ মহাত্মা আজ পাঠের ভবন॥
সুশিক্ষিতা করিবারে বঙ্গের কুমারী।
করিছ বিপুল যত্ন আহা মরি! মরি!
অসীম আয়াসে ইহা করেছ স্থাপন।
আশা করি সিদ্ধ তব, হইবে যতন॥
অজ্ঞানা অবলা যত পরাধীনা নারী।
আসিতেছে কত শত মনে আশা ধরি॥
তাদের পূরাও আশা এই ভিক্ষা চাই।
বঙ্গের অবলা দুঃখ ভেবহে! সদাই॥

সংসার-কানন।

হায়! কি বিষম এই সংসার-কানন।
দুঃখের আগার মাত্র জানিনু এখন॥
তথাপি মানবকুল আশার মায়ায়।
পড়িয়া ভ্রমান্ধকূপে সুখ প্রতি ধায়॥
প্রমত্ত বারণ যথা ধায় রণস্থলে,
অবোধ কুরঙ্গ যথা ভ্রমে বনস্থলে,
মধুপানে মত্ত যথা ধায় অলিকুল,
তেমতি মানবকুল হইয়া ব্যাকুল,
ভ্রমিছে সতত এই সংসার কাননে।
অনিত্য সংসার এই না ভাবিছে মনে!

শীতঋতু।

উহু! কি দুরন্ত শীত আইল ধরায়।
দেখিয়া শীতের ভাব কাঁপয়ে হৃদয়॥

হস্ত পদ শিথিলতা পায় ক্রমে ক্রমে।
শীতের জ্বালায় জীব জড়সড় প্রাণে॥
জল দেখি যত জীব চমকিত হয়।
রৌদ্রের উত্তাপ সুদ্ধ ভাল লাগে গায়॥
নিশিতে শীতের দায়ে যত প্রাণিগণ।
বাহিরেতে নাহি যায় পীড়ার কারণ॥
প্রাতেতে হিমের কিবা রমণীয় রূপ।
দেখিলে, কল্পনা উঠে মনে নানা রূপ॥
শিশিরে আবৃত যত তরুলতাগণ।
হিমচ্ছলে তারা করে অশ্রু বিসর্জ্জন॥
শীতেতে বিহঙ্গকুল জড়সড়-প্রায়।
মধুস্বর পিকবর নাহি আর গায়॥
শীতেতে দূর্ব্বার কিবা রমণীয় শোভা!
স্তবকে স্তবকে যেন মুক্তামালা গাঁথা॥
বিষম বিষের সম শীতের হিমানী।
দাঁড়ালে নীরের তীরে বাহিরায় প্রাণী॥
যত জীব জর্জ্জরিত শীতের জ্বালায়।
আধিপত্য প্রকাশিছে শীত মহাশয়॥

কিন্তু যে করেছে এই শীতের সৃজন।
তাঁহাকে মনেতে সবে করহে ভজন॥
তাঁহার অপূর্ব্ব, মনে জাগেহে, স্বরূপ।
কোথা আছ, দেখা দাও, ওহে বিশ্বরূপ!
দুরন্ত শীতেতে জীব শুষ্কবৎ রয়।
ইহার কারণ তুমি, ওহে দয়াময়!
বিষম গ্রীষ্মেতে যবে, হৃদি শুষ্ক হয়।
তাহার কারণ তুমি, ওহে দয়াময়!
বর্ষার ধারায় যবে দেশ ভেসে যায়।
তাহার কারণ তুমি, ওহে দয়াময়!
শরতে গগণ যদা, সুনির্ম্মল হয়।
তাহাতেও তুমি ব্যাপ্ত, ওহে দয়াময়!
হেমন্তে প্রথম হয় হিমের উদয়।
তাহাও তোমার সৃষ্টি ওহে দয়াময়!
সকলের মূল তুমি ওহে বিশ্বরূপ!
কেমনে বর্ণিব নাথ! তোমার স্বরূপ?
আমি অতি মূঢ়মতি, অজ্ঞানা অবলা।
দয়াময়! দোষ ক্ষম, দিয়া পদছায়া॥

বিলাপ।

হা জগদীশ্বর! এমন শোচনীয় অবস্থা কেন প্রদান করিলে? হায়! পরিশেষে দুঃসহ অধীনতা ক্লেশ সহ্য করিয়া কি জীবনাতিপাত করিতে হইবে? আহা! কি আক্ষেপের বিষয়, গভীর জলধি উত্তাল-তরঙ্গ হইয়া উপরিস্থ যানারোহী ব্যক্তিদিগকে প্রাণ-ভয়ে কম্পান্বিত করিয়া তুলিল। হা! কালের কি বক্রগতি, মনুষ্যের মন কি দুর্ব্বল, জগৎ কি দুঃখের আগার। যে মহাত্মা নিজ সত্যপালনের জন্য কতই না প্রযত্নবান্ হইয়াছিলেন ও কতই না অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, সেই দেশহিতৈষী মহানুভব ব্যক্তি আজ্ সত্যচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন্। হা! কে আর সত্যের আদর করি[illegible]?

শুন হে হিতৈষীবর! ধরিয়া তোমার কর,
সজল নয়নে মোরা করিগো! বিনয়॥

ত্যজিয়া ক্রোধের ভাব, হের অবলার ভাব;
দুঃখে তারা হয়েছে মগন।
বনদগ্ধা মৃগীপ্রায়, চকিত নয়নে চায়,
তব [অনুকূল] বাক্য করিতে শ্রবণ॥
তব হৃদি পারাবার, হয় যে মায়া-আগার,
তবে কেন হেন ব্যবহার?
বিধবার দেখি দুখ, ফেটে যেতো তব বুক,
তাই কত করিলে উদ্ধার॥
সেইত বিধবা-ত্রয়, হ'য়ে বিনীত-হৃদয়,
তব পাশে করিছে রোদন।
তব কাছে ভিক্ষাচ্ছলে, ভাসিছে নয়ন জলে;
[অনুকূল] আশা দিয়ে, করগো! সান্ত্বন॥
যাদের দুখেতে দুখী, হয়েছে বনের পাখী;
আমি কি বর্ণিব তাহা নহে বর্ণিবার।
অবলার দুঃখে হায়! পাষাণ গলিয়া যায়।
দূরে থাক্ গুণিগণ, দয়ার আগার?
[আজতারা]দয়ারসাগরকাছে, নিজদুঃখ প্রকাশিছে,
হবেনা কি দয়ার সঞ্চার?

পরলোকবাসী পিতা, আসিয়া দেখগো! হেতা,
তব কন্যা করিছে রোদন।
পিতা বিনা কেবা আছে, জানাইব কার কাছে;
কেবা দুঃখ করিবে মোচন?
তুমিত মৃত্যুর কালে, সযতনে বলেছিলে,
ভাবনা কি আশ্রয় কারণ।
আমার হৃদয়-সম, আছে বন্ধু প্রিয়তম,
আমা সম করিবে যতন॥
গুরুত্বে অচল-সম, বিদ্যায় সাগর-সম,
সেই সখা পালিবে সবায়।
হায়! কি করম দোষে, সেই গুণিবর রোষে,
ভাবিল না কি হবে উপায়॥
পিতা গো! কঠোর মনে, ফেলে নিজ কন্যাগণে,
কেন গেলে অমর ভবন?
ভেবেছিলে তব ভার, বহিবেক বন্ধুবর,
কিন্তু তাতে হ'ল হায়! অদ্ভুত ঘটন॥
সেই তব প্রাণ সখা, আর না দিতেছে দেখা
ক্রোধ ভরে রয়েছে এখন!

তব অভাগিনীগণ, রয়েছে দুখ-মগন,
ভাবে নাকো ভুলে একক্ষণ ॥
এত দিন তব ভার, বহেছিলা গুণিবর,
কিন্তু এবে হইলা বিমুখ।
তব দারা কন্যাগণ, ভেবে আলু থালু মন,
সম্মুখ জীবনে হেরে বিষম অসুখ ॥
ওগো পিতা গুণময়! বারেক দেখনা হায়!
তব দারা কন্যাগণ ভাবিয়া অস্থির ॥
তবগত কন্যা দারে, অর্পিয়া কাহার করে,
নিজে তুমি হয়েছ সুস্থির?
বলিতে দুখের কথা, মর্ম্মস্থলে পাই ব্যথা,
বক্ষঃস্থল ভেসে যায় নয়নের ধারে।
অতএব দয়াময়! দিয়া তব পদাশ্রয়,
কন্যাগণে ল'য়ে চল দুখশোক-পারে ॥

বিদায়কালে ভগিনীর প্রতি উক্তি।

উহু! মম প্রাণ যায় কি করি উপায়।
প্রাণের ভগিনী কাছে লইতে বিদায় ॥

সন্তাপিত দেখে তোমা বিয়োগ-কাতরে!
প্রাণ যে কেমন করে জানাইব কারে?
দুঃখিত দেখিয়ে তোরে প্রাণের প্রতীমে!
বিনানলে দাবানল, মম মনোবনে॥
কারে বা জানাই দুঃখ, কে বুঝিতে পারে?
মনানল দেহে কেহ, নিভাতে না পারে॥
ভগিনী তোমার দুঃখ করিতে মোচন।
রহিনু তোমার কাছে, সহে অপমান॥
দুঃখই হইল সার, সুখ না মিলিল।
বিষম কষ্টেতে প'ড়ে, ভেবে প্রাণ গেল॥
তোমার দুঃখের ভার, করিতে লাঘব।
রাখিয়া দিলেন ভ্রাতা, করিয়া যতন॥
আমি অভাগিনী তাহা, নারিনু সাধিতে।
কি করিব কোথা যাব, ভাবি নানা মতে॥
উপায় না দেখে বোন্! চাহিগো! বিদায়।
ভেবোনা ভেবোনা মনে, হইবে উপায়॥

ভ্রাতৃবিচ্ছেদ।

প্রাণের সোদর মম যাইবে বিদেশে।
শুনিয়া অমনি আমি পড়িনু হতাশে॥
সহোদরা বিয়োগেতে হইয়া কাতর।
ভ্রাতৃ-সহবাস-সুখ পাইনু প্রচুর॥
সে সুখ হইবে অন্ত, পোহালে রজনী।
প্রবাসেতে যাবে, মম ভাই গুণমণি॥
প্রাণের ভগিনী কোথা দেখগো! আসিয়া।
তোমার ভগিনী হ'ল বিয়োগ-কাতরা॥
প্রাণের পুতলীগণে যত মনে পড়ে।
প্রাণ যে কেমন করে জানাইব কারে?
একবার এসে বোন্! দেহ দরশন।
তোমার বিরহে দেখ! হতেছি দাহন॥
এসময় সুসময় পাইয়া কি বিধি।
লইবে ভ্রাতারে মম করিয়া কি বিধি?
বিধির এ বিধি নহে, উচিত এখন।
যন্ত্রণা-অনলে মোরে, করিতে জ্বালন॥

শুন ওহে বিধি ! আমি নিবেদন করি।
ব্যথায় দিওনা ব্যথা, উহু ! প্রাণে মরি ॥
হায় ! হায় ! কি উপায় করিগো ! এখন।
ভ্রাতার বিয়োগে কোথা করিগো ! গমন।
শুন ওরে প্রাণ মম শীঘ্র বাহিরাও।
নতুবা ভ্রাতার সঙ্গে অনুগামী হও ॥

জন্ম বৃত্তান্ত।

মম জনমের কথা শুনগো ! সকলে।
জন্মাবধি সদা আমি ভাসি অশ্রুজলে ॥
বলিতে দুঃখের কথা হৃদি ফেটে যায়।
কারে বা জানাই দুঃখ কেবা করে ক্ষয় ?
পঞ্চম বৎসরে আমি হ'য়ে পিতৃহীন।
নিরন্তর দুঃখে দেহ করিয়াছি ক্ষীণ ॥
পিতার মৃত্যুর পর, ভগিনী-বিয়োগ।
কারেবা বলিব আমি সে বিষম রোগ ?
তাহাতে ও দুঃখ নাহি হ'ল অবসান।
নানামতে দিলা বিধি কষ্ট অগণন ॥

আমার দুঃখের কথা যে জন শুনিবে।
অশ্রুনীরে বক্ষ তার ভাসিয়া যাইবে॥
পিতার মৃত্যুর পর; আমার জননী।
কাঁদিতেন দিবানিশি স্মরি গুণমণি॥
সে সময় মাতা মম ছিলেন গর্ভিনী।
সেই গর্ভে হ'ল মোর কনিষ্ঠা ভগিনী॥
পঞ্চ সহোদরা মোরা হইনু তখন।
মাতার যত্নেতে হই সতত বর্দ্ধন॥
পড়িলেন জ্যেষ্ঠা ভগ্নী দ্বাদশ বৎসরে।
ভাবেন তখন মাতা বিবাহের তরে॥
কি বলিব আমি মম জ্যেষ্ঠের তুলনা।
রূপে গুণে নাহি তাঁর ভুবনে তুলনা॥
স্বর্ণ-কান্তি জিনি কান্তি তাঁহার বরণ।
তুলনা-রহিত তাঁর সুধাংশু বদন॥
দেখিয়া সুশীল এক দরিদ্র সন্তান।
করিলেন মাতা তাঁরে কন্যা সম্প্রদান॥
মধ্যমের কথা আমি কি বলিব আর।
তাঁহার রূপের তুলা না দেখি যে আর॥

তাঁহারে দিলেন মাতা এমনি পাত্রেতে।
স্মরিলে তাঁহার দুঃখ মরি যে খেদেতে॥
দেখিতে পতির কাছে,সে স্বর্ণপ্রতিমা।
রাহুতে চন্দ্রের গ্রাস তাহার উপমা॥
রূপে গুণে অতুলনা তাঁহার তুলনা।
ধরণীতে তুল্য দিতে নাহি কোন জনা॥
বলিতে না পারি আমি তৃতীয়ের কাহিনী।
তাহার দুখেতে দুখী সসাগরা ধরণী॥
সপ্তম বৎসরে যবে আইনু অভাগী।
করিলেন মাতা মোরে জনম-বৈরাগী॥
পুত্রের বয়স গুণ জেনেও তখন,
অঙ্গীকার করিলেন জননী দুর্ম্মন ;----
এই পাত্রে দিব মম এই কন্যাধন।
হায় রে ! বলিতে নারি ললাট-লিখন !
কি দোষ করিনু বিধি তোমার নিকটে।
ফেলিলে আমায় তাই এমন সঙ্কটে॥
শুন ওহে দয়াময় ! দয়াকর দীনে।
এত দুখ দিলে মোরে কিসের কারণে ?

অনাথের নাথ তুমি ত্রিলোক তারণ!
অধীনী তারিতে কেন এত অকরুণ?
কৃপাময়! কৃপাকর প'ড়েছি অকুলে।
অধীনীরে স্থান দিয়া রাখহে স্বকুলে॥
সেইত সময় নাথ! হ'য়ে পিতৃহীন।
দুঃখেতে জ্বলিয়া মম গ্যাছে চিরদিন॥
আর কেন দেও নাথ! যাতনা আমায়?
দুর্ব্বলা অবলা আমি জান নাকি হায়!
কি কহিব আমি মম পতির তুলনা।
রূপেতে তাঁহার নাহি জগতে তুলনা॥
যাহউক্ বয়সে! তবু তাতে পারা যায়।
ব্যাধিতে তাঁহার কিন্তু দেহ হ'ল ক্ষয়॥
কালের গতির কথা নাহি বলা যায়।
কালের হস্তেতে পড়ে তাঁর হ'ল লয়॥
ধন্যরে মায়াবী আশা ধন্যরে তোমায়!
অবলা বধিলে তুমি নিজ মহিমায়!!

———

মাতৃস্নেহ।

তিন মাস গত হ'ল, দেখিতে দেখিতে।
না দেখি মায়ের মুখ, বিষাদি মনেতে ॥
কত দিন দেখি নাই মায়ের বদন।
কতদিন শুনি নাই, স্নেহের বচন ॥
কোথায় আছগো মাতঃ! এস এইস্থান।
তনয়ারে ক্রোড়ে ল'য়ে, কর চম্বুদান ॥
আহা! কি অপার স্নেহ মায়ের অন্তরে।
সন্তানের রক্ষা হেতু সদা বাস করে ॥
ডাকেন জননী যবে, স্নেহের বচনে ॥
কতই আনন্দ হয় সমুদিত মনে।
একবার উর! মাতঃ! কল্পনা-আসনে।
মা বলিয়া ডাকি আমি স্নেহের বচনে ॥
জননীর মধুময় ক্রোড়েতে বসিয়ে।
সরল নয়নে থাকি মুখ পানে চেয়ে ॥
আহা! মাতৃহীন জন কত দুখী হয়।
তাহার দুখের কথা বলিবার নয় ॥

[মা !] কোথা তুমি স্নেহময়ি ! এসগো এখন।
দেখিয়া তোমায়, মম জুড়াক্ জীবন ॥
স্নেহের বচনে মাতঃ ! করগো সান্ত্বন।
তোমা বিনা রহিতে না পারি এভবন ॥
যতদিন জননি গো ! গিয়াছ চলিয়া,
মা ! তোমার অভাগিনী তনয়া ফেলিয়া,
তদবধি প্রাণ মা গো ! কাঁদিছে নিয়ত।
স্নেহময়ি ! স্নেহদান কর অবিরত ॥
মা ! তোমার স্নেহপূর্ণ হৃদয়-সাগর,
শুকাইয়া গেল, দেখি একি চমৎকার !
ক্ষীরের আশায় মাতঃ ! নীর পানে ধাই।
শুষ্কময় ভূমি দেখি প্রাণে ব্যথা পাই ॥
কোথা বা সুধার সম তোমার বচন।
কেহ নাহি দেয় সুখ অন্তরে তেমন ॥
ক্ষুধার সময় হ'লে যতন করিয়া।
কেহ নাহি দেয় মুখে অশন তুলিয়া ॥
সে সময় হয় মা গো ! তোমারে স্মরণ।
ভাবি কোথা স্নেহময়ী জননী এখন ॥

কষ্ট-নিবারিণী তুমি জননী আমার।
নারিনু বর্ণিতে তব, স্নেহ অনিবার॥

আশা।

আশার আশ্চর্য্য গতি হেরিয়া নয়নে,
কেমনে বাঁচিবে বল অবলা পরাণে?
অল্প-বুদ্ধি মাতা সেই আশার কারণ,
করিলেন দুহিতারে অপাত্রে অর্পণ।
হায়! মানবের আশা চিরদিন নয়।
প্রথমে অধিক বৃদ্ধি, পরে হয় লয়॥
ধন্য! ধন্য! বঙ্গমাতা ধন্য গো! তোমায়।
সমানের সনে নাহি দ্যাওগো! কাহায়॥
ধন্যবাদ দিই তোরে আশা দুরাশয়।
ধরিয়া মোহিনী-বেশ এসেছ ধরায়॥
আশার মোহেতে প'ড়ে সবে মারা যায়।
নমস্কার করি শুন আশা গো! তোমায়॥
পড়িয়া আশার পাকে নরপতিগণ।
করিতেছে কত শত অঘট-ঘটন॥

মোহেতে হইয়া অন্ধ রাজ্য-প্রাপ্ত্যাশায়।
আত্মজনে বধিতেছে হইয়া নির্দ্দয় ॥
বৃদ্ধ পাত্রে কেহবা করিছে কন্যাদান।
কিছার মিছার, সুধু, অর্থের কারণ ॥
কেহ ভাবে বৃদ্ধ পাত্রে কন্যা দিলে পরে।
দুহিতা হইবে সুখী পতির আদরে ॥
এইমত কত শত হেরি অন্যভাব।
নাহি বুঝা যায় কিছু এমনি প্রভাব ॥
ধন্য রে! দুরাশা আশা ধন্য রে! তোমায়!
অবলা নাশিতে তুমি এসেছ ধরায় ॥

উপাসনা।

কোথা ওহে পরমেশ! মোরে কৃপাকর।
তাপিত-তনয়া-ভব-দুখ, দূর কর ॥
সকলের নাথ তুমি পতিত-পাবন!
কৃপাকর অধীনীরে এই নিবেদন ॥
তোমাবিনা কিবা আছে জগৎ মাঝারে?
প্রবেশিতে কেবা পারে হৃদয় ভিতরে?

পাপবিনাশক ওহে ত্রিলোক তারণ !
তব চরণেতে সদা থাকে যেন মন ॥
কি আছে কি দিয়া আমি পূজিব তোমায় ?
যাহা কিছু আছে সেত তোমারি কৃপায় ॥
ফুল পত্রে নারি তব করিতে অর্চ্চন।
কেমনে পাইব নাথ ! তোমার চরণ ?
তবে কি হে পাপে মগ্ন থাকি চিরদিন।
জড়প্রায় স্থিরকায় কাটাইব দিন ॥
বৃথা আমি আসিয়াছি সংসার কাননে।
লভিতে নারিনু দীনা ! তোমা হেন ধনে ॥
অনিত্য সুখেতে ভুলে থাকি অনুক্ষণ।
চিনিতে না পারিলাম, পরমেশ-ধন ॥
জাগোনা ! জাগোনা ! ওরে অচতেন মন।
পরমেশ-প্রেম-সুধা গাও সর্ব্বক্ষণ ॥
ওহে জীব ! ভুলে তুমি মৃগতৃষ্ণিকায়।
যেও না সমুদ্রতীরে মুক্তার আশায় ॥
বৃথা-সুখাশয়ে গেলে সংসার-সাগরে।
একান্ত পড়িবে আশা-কুমিরের করে ॥

ভাবিয়া দেখ না জীব ! তেমন সময় ।
কে হইবে আর ওহে ! তোমার সহায় ?
না দেখি তখন তুমি কিছুই উপায় ।
সতত করিবে মাত্র হায় ! হায় ! হায় !!
কিবা শোচনীয় দশা হইবে তোমার !
অমূল্য-জীবন-রত্ন হইবেক ভার ॥
অতএব সাবধান হও এসময় ।
সদালাপে সৎকার্য্যে কাট হে সময় ॥
ভ্রমেও হও না কভু কুক্রিয়ায় রত ।
যাহা কিছু পার কর, দেশ-পর-হিত ॥
অবশিষ্ট সময়েতে করিয়া যতন ।
বিনীত-হৃদয়ে ভজ নিত্যনিরঞ্জন ॥
অতঃপর একমনে করি আকিঞ্চন ।
সরল-হৃদয়ে তোষ আত্মীয় স্বজন ॥
ভাই ভগ্নী পিতা মাতা প্রিয় পরিজন ।
সকলকে, সমভাবে কর বিলোকন ॥
সকলে, সরল মনে, হ'য়ে একত্রিত ।
ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধ অবিরত ॥

খেদ।

[১]

হায়! এ যাতনা আরত সহেনা,
বিষের জ্বালায় হৃদয় জ্বলে।
হা বিধি! বলনা, কেন বা ছলনা
করিলে আমায় অভাগী ব'লে?

[২]

এ ভব ভবন, যেন মরুবন,
হুহু করে সব আমার কাছে।
এবে কোথা যাই, এ জ্বালা নিভাই,
কায নাই আর কাহার ক[illegible]॥

[৩]

জনম অবধি মোরে বিধি বাদি,
কি দোষ ক'রেছি তাঁহার কাছে
কি পাপে এখন, সহি [illegible] বেদন,
জনম অবধি জগত মাঝে

[৪]

কভু ভাবি মনে, বাহিয়া জীবনে,
জনমের মত জীবন ত্যজি।

এ হৃদয়-ভার, সহে নাকো আর ;
কেমনে বলনা পরাণে বাঁচি ?

[৫]

পুনঃ ভাবি মনে, যে কোন কারণে,
যদি বিধাতারে দেখিতে পাই।
কেন হে ! বলনা, দিলে এ বেদনা,
বারেক তাঁহারে, তাই সুধাই ॥

[৬]

কিন্তু বৃথা হায় ! দোষিব তাঁহায়,
ভোগিতেছি নিজ করম দোষে।
তিনি দয়াময়, না দেন কাহায়
দুঃখ ; ভোগে জীব করম দোষে ॥

স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা-হীন দীন জীবন যাহার।
পরাধীন চিরদিন প্রাণে বাঁচাভার ॥

পশু পক্ষী আদি করি যত জীবগণ।
পরের অধীনে দিন না করে যাপন॥
স্বইচ্ছায় সকলেতে ফিরে অবিরত।
নিজ নিজ কর্ম্মে যায় হয়ে প্রফুল্লিত॥
যখন প্রচণ্ড ভানু গগণ উপরে,
খর-তর-কর-জালে জীবে দগ্ধ করে,
তখন আনন্দ মনে যতেক খেচর;
আহারের জন্য ভ্রমে পর্ব্বত কন্দর।
ভ্রমে ও আলস্যে দিন না করে যাপন।
পরিশ্রম করে হ'য়ে হরষিত-মন!
স্বাধীন হইয়া যত ভ্রমর-নিকর;
কেলি করে ফুল'পরে অতি মনোহর।
স্বাধীন সকল জীব কাটিতেছে দিন।
অভাগা মানব মাত্র পরের অধীন॥
পরে যদি নাহি দেয় আনিয়া অশন,
অনাহারে থাকি, পরে ত্যজয়ে জীবন।
তথাপি হইতে নারে আপনার বশ।
হতভাগ্য নরগণ এত পরবশ!

মোহপাশে ভুলে জীব আছে অনুক্ষণ।
না পারে করিতে নিজ অবস্থা-বৰ্দ্ধন ॥
অনায়াসে পাপ কৰ্ম্ম করিবারে পারে।
ভুলে ও স্বাধীন হ’য়ে চলিতে না পারে ॥
পর-অনুগত হয়ে থাকে যেই জন।
উচিত লইতে তার মরণ শরণ ॥

নিয়তি।

অরে রে নিয়তি! শুন রে শুন!
চলিছ বহিয়ে মনে আপন্।
কিন্তু তুমি হায়! বঙ্গ অবলায়,
জ্বালায়ে জ্বালায়ে করিছ খুন্ ॥
চাও! চাও! চাও! এদিকেতে চাও!
নতুবা অভাগী পরাণে মরে।
দেখ দেখি চেয়ে, এ ভারত ভূমে,
তুমি বিনা আর কে দেখে মোরে?
বুঝিয়া দেখিলে, পারিবে জানিতে,
যে দুখেতে সদা দুখিনী রয়।

তোমার হৃদয়, স্নেহ-গুণ-ময় !
তবে কেন হ'ল এত নিদয় ?
যখন তপন, তাপেতে তাপিত,
হইয়া পরাণ জ্বলিয়া যায়।
তখন আসিয়া, তোমার পাশে,
দাঁড়ালে পরাণ শীতল হয় ॥
তুমি যেই আছ, আছে গো ! জীবন,
নতুবা জানিনা কি দশা হ'ত।
তাই বলি শুন, অবলা-তারণ !
যেও না ফেলিয়া অবলা যত ॥

বঙ্গাঙ্গনা।

শুন সব সভ্যগণ ! করি নিবেদন।
অবলা জনার দুঃখ কর গো ! শ্রবণ ॥
তাহাদের দুঃখ সব করিলে শ্রবণ।
পাষাণ গলিয়া যাবে, হ'য়ে খিন্ন-মন ॥
আজ্ঞাধীন পরাধীন থাকি চিরদিন।
তাহাদের মনোবৃত্তি হইয়াছে ক্ষীণ ॥

যন্ত্রণা-অনলে সদা হতেছে দাহন।
বাহিরের বায়ু কভু করেনা সেবন॥
তখন তাদের মনে কি যাতনা হয়!
হায়! কি বলিব আমি বুক্ ফেটে যায়॥
শুন সব সভ্যগণ! শুন দিয়া মন।
অজ্ঞানতা কূপে তারা রয়েছে মগন॥
শুন! শুন! শুন! সবে ওহে সভ্যগণ।
অবলা জনার দুঃখ কে করে ভঞ্জন?
তোমরা সকলে ওহে সহৃদয়গণ।
অবলাগণের দুঃখ করগো মোচন॥
বাল্যাবধি নিরবধি থাকি পরাধীন।
বিষম-যন্ত্রণানলে পোড়ে চিরদিন॥
তাদের দুখের নিশি কত দীর্ঘ হয়!
তাদের দুঃখের কি গো! না হইবে ক্ষয়?
কোথা ওহে জগদীশ! হও হে সদয়।
অনাথা-অবলা-ক্লেশ, কর তুমি লয়॥
কোথা আছ বিশ্বনাথ! তারহে আমায়।
এরূপ সংসারে আর থাকা নাহি যায়॥

কি করিব কোথা যাব, ভাবিয়া না পাই।
কে দিবে হৃদয়ে শান্তি, ভাবি সদা তাই॥
বিষম-যন্ত্রণানল দহিছে আমায়।
কারে বা জানাব দুখ কেবা করে ক্ষয়?
অকূলে পড়িয়া মোরা যত ভগ্নীগণ।
ডাকিতেছি 'পরমেশ!' কর গো! মোচন॥
ভীষণ-তরঙ্গ-মাঝে হাবু ডুবু খাই।
উদ্ধার করহে প্রভু! এই ভিক্ষা চাই॥
অনাথের নাথ তুমি ত্রিলোক-তারণ!
অধীনী তারিতে কেন হইতেছ দীন?

মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থা ও তৎপ্রতি উক্তি।

জীবন হতেছে হত, সংসারের আশা যত,
একে একে হইতেছে লয়।
কোথা প্রিয় পরিজন, কোথা বা সন্তানগণ,
কোথায় যাইবে, কারে করিবে আশ্রয়?

সংসার সাগরে হায়, জীবন নাবিক যায়,
দেহ তরি কেবা আর করিবে বহন ?
শুয়ে মৃত্যু-শয্যোপরি, নয়ন মুদিত করি,
বোধহয় পূর্ব্বকথা করিছে স্মরণ ॥

ইন্দ্রিয় নিষ্পন্দ হবে, প্রাণ পাখী উড়ে যাবে,
ভাবি তাই অশ্রুজল হতেছে পতন।
দেখিতেছে স্বীয় মাতা, শোকাকুলা মূর্চ্ছাগতা,
আর্ত্তস্বরে করিছে ক্রন্দন ॥

হানি শিরে করাঘাত, বলে 'কোথা যাবি বাপ্!
শুনিবিনা মায়ের রোদন ?
তব শিশু পুত্র যত, ডাকিতেছে অবিরত,
তাহাদের কি হবে উপায় ?'

প্রিয়তমা প্রণয়িণী, যেন মণিহারা ফণী,
বিলাপিছে পাগলিনী প্রায় ॥
বলিছে, "হে গুণমণি ! ত্যজি এই অভাগিনী,
একা কোথা করিবে গমন ?
ওরে বিধি নিদারুণ, এই কিরে তোর গুণ,
অকালে হরিবি মোর জীবনের ধন ?

দেখহে জীবন-ধন! তব প্রিয় বন্ধুগণ,
কাঁদিতেছে তব পাশে করিয়া শয়ন।
করি প্রিয় সম্ভাষণ, তোষ হে তাদের মন,
করিতেছে তব সখা ধূলি-বিলুণ্ঠন ॥
উঠ ওহে সহচর! তব মুখ-শশধর,
কেন কেন হইল মলিন?
উঠহে গুণ-রতন! দেহ দেহ আলিঙ্গন,
তব সহবাস সুখে হই নিমগন ॥
এত যে বাসিতে ভাল, সে সকল শেষ হ'ল,
ধিক্ ধিক্ মানব জীবন!
মনে ভেবে দেখ দেখি, বলেছিলে 'বিধুমুখি!
উভয়েতে একেবারে করিব গমন' ॥
সে কথা কৈতবময়, এবে মম মনে লয়,
কিম্বা অদৃষ্টের ফল কে করে খণ্ডন?
পরের অধীন হ'য়ে, কার মুখ নিরখিয়ে,
ধরিব হে এ পোড়া জীবন॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর, ওহে হৃদি শশধর!
কুমুদিনী তব সঙ্গে করিবে গমন"।

দুর্নিবার মায়া-জাল, উন্নতি-পথের কাল,
কোন মতে নাহি কাটা যায়।
জীবনিশা হয় ভোর, তথাপি ঘুমের ঘোর,
[হায়! হায়!] একি দায় ছাড়ান না যায়॥
মস্তকে পাকিল কেশ, তথাপি মনে আবেশ,
চুলে পুনঃ দিতেছে কলপ।
ওহে জীব! মোহে ভুলে, নিজ-হিত না চিন্তিলে,
তাই বুঝি করিছ প্রলাপ?
ত্যজ বৃথা নিদ্রা-ঘোর, জীবন হইল ভোর,
[আর কেন!] আর কেন! করিয়া শয়ন?
বুঝে ও অবোধ-মত, নিদ্রাগত অবিরত,
আমোদ আহ্লাদে কাল করিছ যাপন॥
বারেক দেখ না চেয়ে, এখন সময় পেয়ে,
কাল এসে করিছে তাড়ন।
এখনি লইয়া যাবে, কারু বাধা না মানিবে,
ভেবে দেখ কি হবে তখন॥
করিয়া বহু যতন, করেছ যা উপার্জ্জন,
পারিবে না রাখিতে তোমায়।

যতই দেখিবে তাহা, ততই বাড়িবে স্পৃহা,
হৃদয় ব্যথিত হবে লইতে বিদায় ॥
অতএব শুন সার, ভাব ব্রহ্ম পরাৎপর,
পাপ তাপ হইবে মোচন।
কর অশ্রু সম্বরণ, স্মর সেই নিরঞ্জন,
[পরলোকে] যাহে তুমি পাবে পরিত্রাণ ॥
বৃথা এ সংসার হায়! কিছু নাহি বুঝা যায়,
আশ্চর্য্য এ বিধির ঘটন!
এখনি সন্তুষ্টমনে, চাহি যুবা ধরা-পানে,
কত দুঃখে করিছে রোদন।
ছাড়িয়া সংসার, প্রাণী হৃদি ভাবি চিন্তামণি,
কত কষ্টে ত্যজিল পরাণ ॥
যে দেহ-লাবণ্য-ছটা, জিনেছে বিজলী-ঘটা,
তাহা এবে লুণ্ঠিত ধূলায়।
যত সব পরিবার, করিতেছে হাহাকার
প্রিয়জন-শোকে সবে রয়েছে মূর্চ্ছায় ॥
শুন জীব! নিবেদন, ছাড়িয়া অনিত্য ধন,
[মায়াবশে] রসোল্লাসে, পরলোক ভুলোনা।

শুন! শুন নরগণ! মম এই নিবেদন,
বিষয়-সুখেতে ভুলে কভু কাল কেটোনা॥

প্রভাত।

কিবা মনোহর আজ প্রভাত সময়!
দেখিয়া জীবের মন আনন্দিত হয়॥
নানাজাতি যুথি যাতি ফুটিয়াছে ফুল।
কিবা শোভা এর কাছে তটিনীর কূল!
নবীন নীরদ ব্যোমে হয়েছে প্রকাশ।
ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে বিদ্যুৎ-বিকাশ॥
সুখেতে শাখায় শারী বসে গীত গায়।
অনুমান হয় বুঝি বলে 'ঈশ! জয়'॥
জলেতে ফুটিল কিবা কমল-নিকর।
মধু-আশে ঝাঁকে ঝাঁকে ধাইছে ভ্রমর॥
রাত্রি গেল দিবা এল ঘুচিল বিষাদ!
বিয়োগীর দুঃখ গেল হইল আহ্লাদ॥
চক্রবাক চক্রবাকী সুখে তীরে বসি।
গালি দেয় দুঃখভরে নিন্দি হত নিশি॥

বলে কেন নিশি তব হইল স্বজন ?
যামিনীতে হেরিতে যে নারি প্রিয়জন ॥
এইরূপ কত মতে নিন্দিয়া নিশিরে ॥
অতঃপর সুখে ভ্রমে তটিনীর তীরে ॥
কোথা ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ ধেনু মাঠ পানে ধায়।
কোথা কৃষি হৃষ্টমনে চাস কর্ম্মে যায় ॥
একেত বরিষা কাল, প্রভাত সময়।
মেঘঘটা বারিদানে ধরণী ভিজায় ॥
ঘন ঘন রবে মেঘ করয়ে গর্জ্জন।
প্রলয় কালেতে যেন বর্ষে হুতাশন।
শুনিয়া মেঘের ডাক বিয়োগী কাতর ॥
নয়নেতে ফেলে সদা বরিষার ধার ॥
নানারূপ শস্য মাঠ করিছে শোভন।
চাষিগণ দেখে সুখে হতেছে মগন ॥
ময়ূর ময়ূরী, সুখে হইয়া মগন।
মনোহর কেকারবে হরিতেছে প্রাণ ॥
প্রভাতে বিশ্বের শোভা হেরিলে নয়নে।
অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ভাব উদীরয় মনে ॥

ভাবি মনে নির্ম্মিল কে, বিশ্ব-চরাচরে।
কিন্তু কিছু কল্পনায় নির্ণীতে না পারে॥

পতি।

পতিধনে যেই ধনী, সেই নারী ধনী।
পতি-আদরিণী বলি সকলেই মানি॥
পতি-সুখ সুধারস যে করেছে পান।
তাহার নিকটে স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ জ্ঞান॥
সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মের কারণ।
ভার্য্যা ভর্ত্তা উভয়েতে হ'য়ে একমন;
ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনেতে হ'য়ে সযতন;
পরম সুখেতে কাল করেন ক্ষেপন।
পতি ধন, পতি সর্ব্ব সুখের কারণ।
পতি-সুখে অসুখিনী বৃথায় জীবন!
সংসারের সার পতি একমাত্র ধন;
শতরাজ্য সুখ তুচ্ছ বিনা পতিধন॥
পতি ধর্ম্ম, পতি কর্ম্ম, অর্দ্ধেক জীবন।
পতি সেবা করে যেই সার্থক জীবন॥

পতি প্রেমে সুখী যেই সেই ভাগ্যবতী।
পতির চরণে সদা থাকে যেন মতি ॥
সর্ব্ব সুখ দাতা পতি মঙ্গল কারণ।
পতিহিত সাধনেতে হও সযতন ॥
পতি আজ্ঞা যেই নারী করয়ে পালন।
সার্থক জীবন তার! সার্থক জীবন!
এ সংসারে গণ্য তারে করে গুণিগণ।
পতি প্রেমে হয়ে রত কুলবতীগণ,
পতির সেবায় সবে কাটিছে জীবন।
শুন সব ভগ্নীগণ! করি নিবেদন।
পতির সেবায় সবে করগো! যতন ॥
পতির প্রেমে যেন থাকে তব মন।
পতির কারণে দেখ কত নারীগণ,
পতির সহিত করে অনলে গমন।
এমন পতির সেবা কর সর্ব্বক্ষণ!
কৃতাঞ্জলি শুন মম ওহে যোষাগণ!
সংসারের প্রতি সবে কর বিলোকন।
পতি বিনা নারী সব বিফল-জীবন ॥

এমন পতির সেবা না করে যে জন
বৃথায় জীবন তার ! বৃথায় জীবন !
আহা ! কত সুখ তাঁর হয় সেই ক্ষণে।
পতির অমৃত বাক্য শুনিলে শ্রবণে ॥
পতির প্রণয়ে যার হৃদয়-সাগর,
উথলিয়া উঠে আহা ! ধন্য সেই দার।
আহা ! বঙ্গবালা আমি জনম-দুখিনী।
জীবনে পতির সুখ কখন না জানি ॥
বাল্যাবধি অবিচ্ছিন্ন পতিবিরহিণী।
পতির মধুর বাক্য কখন না শুনি ॥
কত আশা ছিল মনে কি বলিব হাঁয় !
বলিতে এখন মম বুক্ ফেটে যায় ॥
কত সাধ ছিল মনে, প্রিয় পতিধনে,
রাখিব আদরে সদা তুষিব যতনে ;
সে সকল সাধ মম হইল বিষাদ !
অকালে বিধাতা মোরে সাধিলেক বাদ ! !

---

(৪)

গ্রীষ্ম শোভা বর্ণন।

আজি কি সুন্দর আমি করিনু দর্শন !
প্রকৃতির শোভা হেরি ভুলিল নয়ন ॥
ভীষণ গ্রীষ্মের কাল মধ্যাহ্ন সময়।
সহজেই জীবগণ আকুলিত হয় ॥
রাত্রিতে হতেছে পূর্ণ চন্দ্রের উদয়।
মাঝে মাঝে তারাগণ শোভে অতিশয় ॥
পক্ষীগণ হৃষ্ট-মন শ্রান্তি করি দূর,
নিজ নিজ নীড়ে বসি গায় সুমধুর।
জগৎ-জীবন্ন যেই মলয় পবন।
পুষ্প-গন্ধ সহ আহা ! বহিছে কেমন ॥
এদিকেতে যুবগণ হ'য়ে হৃষ্টমন।
নদীর তটেতে সবে করিছে ভ্রমণ ॥
নদীর কুলেতে যত বালুকার শ্রেণী।
সন্ধ্যালোকে শোভমান যেন কত মণি !
আশ্চর্য্য বিশ্বের কার্য্য বর্ণিবারে নারি।
ভাল-মন্দ-বিমিশ্রিত আহা ! মরি ! মরি !

অসহ্য গ্রীষ্মের ক্লেশ জানিয়া প্রকৃতি।
করিলেন মলয়-পবন-বিনির্ম্মিতি ॥
বৃক্ষেতে দিলেন ফল পুষ্প মনোহর।
ফলেতে দিলেন রস অতি-স্বাদ-কর ॥
ভ্রমর-নিবাস ফুলে দিলা মধুবাস।
সরোবরে সরসিজ করিছে বিকাশ ॥
অস্তকালে সূর্য্যে দিলা সুবর্ণ-প্রতিমা।
রাত্রিতে চন্দ্রের শোভা, না হয় উপমা ॥
তারাগণ সভা করি বসিল গগণে।
তারানাথ-তারানাথ-চন্দ্র-আগমনে ॥
রজনীর শোভা হেরি জুড়ায় নয়ন।
উদ্যানে যুবক যত করয়ে ভ্রমণ ॥
গৃহের ভিতরে কেহ থাকিতে না চায়।
কেবল বঙ্গের নারী কোণেতে লুকায় ॥
ইডেন্ উদ্যানে আহা ! সন্ধ্যার সময়।
বিলাত-রমণী-গণ ভ্রমিয়ে বেড়ায় ॥
কিন্তু হায় ! হতভাগ্য বঙ্গ নারীগণ।
মনের বিষাদে ঘরে রয়েছে এমন ॥

যুবক, যুবতীসনে বসিয়া নিকুঞ্জবনে,
(বঙ্গের দুখিনী বালা, দেখ গো! নয়নে।)
বিলাতীয়ভাবে সবে করিছে আলাপ।
তোমরা এসেছ ভবে করিতে বিলাপ!
আহা! কি স্বর্গীয় ভাব তাহাদের মনে;
উঠিতেছে ভ্রমণেতে এরূপ নির্জ্জনে।
বঙ্গের কামিনীগণ! তোমাদের মনে,
ইচ্ছা কভু হয় কি গো! এরূপ ভ্রমণে?
শুনিবে না ইডেনের সঙ্গীতের রব?
কতকাল সহি ক্লেশ থাকিবে নীরব?
আইস ভগিনীগণ! আমরা সবাই।
মনের আনন্দে আজি ইডেনেতে যাই॥
দুরন্ত নিদাঘ-কাল, মধ্যাহ্ন সময়।
খরতর-কর-জালে দহিছে হৃদয়॥
তাই বলি চল সবে ইডেন উদ্যান।
সুশীতল সমীরণে জুড়াক্ জীবন॥
শিল্প-বিনির্ম্মিত বারি-সরোবর হেরি।
পাইবে কতই প্রীতি আহা মরি মরি!॥

উঁচু নিচু চারিদিকে উদ্যানের ভূমি।
যেইরূপ শুনিয়াছি ইংলণ্ডের ভূমি॥
সুশ্রাব্য সঙ্গীত-রব শুনিলে শ্রবণে।
গৌরব বলিয়া বোধ হইবে জীবনে॥
নানাজাতি তরুলতা দেখিলে নয়নে।
ইন্দ্রের নন্দনবন না লাগিবে মনে॥
বিভিন্ন জাতীয় লোক একত্রিত হয়।
দেখিলে হৃদয়ে প্রীতি হইবে উদয়॥
তান লয় সহ বাল বালিকার নাচ্।
দেখিলে রোমাঞ্চ পাবে তোমাদের ত্বচ্॥
গ্যাসালোকে, চারিদিক্ হয়েছে উজ্জ্বল।
দেখিলে হইবে চিত্ত-ক্ষেত্র সমুজ্জ্বল॥
চারি দিক্ মনোহর অতি সুশোভন।
এমন আশ্চর্য্য কভু হেরিনি নয়ন॥

পুরুষ জাতির স্বার্থপরতা।

পরুষ পুরুষ যত, নিজ সুখে থাকে রত,
ভুলেও অবলা দুঃখ কভু তারা দেখে না।
পড়িয়া যন্ত্রণানলে, কামিনী পুড়িয়া মরে,
তথাপিও তার দুঃখ কভু দূর করেনা॥
এমনি নৃশংস কায়, দয়ামাত্র নাহি তায়,
রুষ্ট ভিন্ন মিষ্ট বাক্য কভু তারে বলেনা।
জগতে কুকর্ম্ম যত, করিতেছে অবিরত,
নিজ কর্ম্ম মন্দ জেনে তবু তাহা ধরেনা॥
যদি বা নিজ জায়ায়, অপরে দেখিতে পায়,
সে যাতনা মৃত্যু বিনা কোনমতে যায়না।
সদা মনে অভিলাষী, করিবেন চির-দাসী,
হায়! রে প্রাণেতে আর এযাতনা সয়না॥